চট্টগ্রামে বৃষ্টিতে সড়কে

(শেষ পাতার পর)

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতেই পুরো এলাকায় পানি জমে যায়। দ্রুত পানি নামার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়।

এদিকে চকবাজার, রহমতগঞ্জ, বহদ্দারহাট, শুলকবহর, মুরাদপুরসহ নগরীর বিভিন্ন নিচু এলাকায়ও জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। কোথাও হাঁটুপানি, আবার কোথাও কোমর সমান পানিতে ডুবে গেছে সড়ক ও বাসাবাড়ির নিচতলা।

চট্টগ্রাম আমবাগান আবহাওয়া অফিসের ইনচার্জ বিজন রায় বলেন, সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চট্টগ্রামে ১০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় আগামী ২৪ ঘণ্টায়ও বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে বলে তিনি জানান। স্থানীয়রা জানান, খাল-নালা ভরাট, অপর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ময়লা-আবর্জনায় ড্রেন আটকে থাকায় জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণ করছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এ সমস্যা থেকে স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

নগরের কাতালগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা আব্দুল কাইয়ুম জানান, বৃষ্টির কারণে রাস্তায় গণপরিবহন কিছুটা কম। ফলে স্বল্প দূরত্বে যেতেও রিকশায় বেশি ভাড়া দিতে হচ্ছে। বৃষ্টি হওয়ায় পানিতে রাস্তা-ফুটপাত একাকার হয়ে গেছে।

এদিকে পতেঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ বিশ্বজিৎ চৌধুরী বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। আগামী চারদিন মাঝারি থেকে ভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা ও পাহাড় ধসের আশঙ্কা রয়েছে বলেও তিনি সতর্ক করেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী বলেন, 'প্রবর্তকের পাশে জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ করছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। যার কারণে সাময়িকভাবে পানি চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রোসাটম

(শেষ পাতার পর)

প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। রোসাটম মহাপরিচালক অ্যালেক্সি লিখাচেভ বাংলাদেশের পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনের যাত্রায় রাশিয়ার পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ শেষ করার বিষয়েও তিনি আশা প্রকাশ করেন। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম স্বপন, প্রধানমন্ত্রীর ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ এবং ঢাকায় নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার গ্রিগোরিয়েভিচ খোজিন উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জে অতিবৃষ্টি-পাহাড়ি

(শেষ পাতার পর)

একটি বাঁধ ভেঙে ফসল তলিয়ে গেছে। দেখার হাওরের গুজাউনি বাঁধও পানির তোড়ে ভেঙে গেছে। বাঁধ দুটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) আওতাভুক্ত নয়। স্থানীয় লোকজন সংস্কার করেছিলেন। এ ছাড়া দুপুরে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার করচার হাওরের হরিমণের বাঁধ উপচে হাওরে পানি ঢুকছিল। সকাল থেকে পাউবো কর্মকর্তারা ওই বাঁধে অবস্থান করছিলেন। বাঁধটির কাজ গত বছর শেষ হওয়ার কথা থাকলে সেটি হয়নি।

পাউবো সূত্রে জানা গেছে, সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৫ সেন্টিমিটার বেড়েছে। আগামী দুই দিনও অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। একই সঙ্গে সুনামগঞ্জের উজানে ভারতের চেরাপুঞ্জিতেও অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এতে উজানের পাহাড়ি ঢল নামবে। হাওরের জন্য আগামী দুই দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরপর হয়তো পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

জেলা কৃষি বিভাগের দেওয়া তথ্যমতে, জেলায় এবার ১৩৭টি হাওরে দুই লাখ ২৩ হাজার ৫১১ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। ধানের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ১৪ লাখ মেট্রিক টন। জেলায় এ পর্যন্ত ৯৯ হাজার ৪৮৩ হেক্টর জমির ধান কাটা হয়েছে। হাওরে বোরো ধান কাটায় এখন কৃষকেরা হারভেস্টর মেশিনের ওপর বেশি নির্ভর করেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে হাওরে পানি থাকায় অনেক স্থানে মেশিন চালানো যাচ্ছে না। আবার বৃষ্টিও বড় সমস্যা।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ ওমর ফারুক বলেন, সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও কৃষকেরা মাঠে আছেন। চেষ্টা করছেন ধান তোলার। তাঁরাও প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সহযোগিতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এখন সবকিছুই আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করছে।

জগন্নাথপুর উপজেলার নলুয়ার হাওরপাড়ের দাসনোয়াগাঁও গ্রামের কৃষক সারদা চরণ দাস (৬০) জানান, গতকাল (সোমবার) দিনেও জমিতে পাকা ধান রেখে গেছেন। কিন্তু রাতের বৃষ্টিতে সর্বনাশ হয়ে গেছে। আজ সকালে এসে দেখেন, জমির সব ধান তলিয়ে গেছে। ১৬ বিঘা জমির মধ্যে মাত্র চার বিঘা জমির ধান তুলতে পেরেছেন।

দিরাই উপজেলার কাইমা গ্রামের কুদরত পাশা বলেন, তাদের এলাকায় হাওরের খলাতে অনেক কৃষকের ধান রাখা ছিল। সকালে উঠে অনেকে দেখেন সব ধান পানিতে তলিয়ে গেছে। একই অবস্থার কথা জানান জামালগঞ্জের আহসানপুর এলাকার কৃষক আবদুস সালাম। একইভাবে জামালগঞ্জ উপজেলার হালির হাওর, সদর উপজেলার দেখার হাওর, দিরাই উপজেলার পাগনার হাওর, শাল্লা উপজেলার ছায়ার হাওর, শান্তিগঞ্জ উপজেলার খাই হাওর, পাখিমারা হাওর; বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার করচার হাওরে বৃষ্টি ও ঢলের পানিতে ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

কৃষকেরা বলছেন, টানা বৃষ্টিতে অনেক হাওরে আগেই জলাবদ্ধতা ছিল। অনেক ধানের ক্ষতি হয়েছে। এখন ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। ধান কাটা-মাড়াই, শুকানোর সুবিধা নেই। এর মধ্যে ধান কাটা শ্রমিকের সংকট আছে। ধানের মায়ায় বন্যা, ভারী বৃষ্টি আর বজ্রপাত আতঙ্ক মাথায় নিয়ে হাওরে যাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু বৈরী আবহাওয়ার কারণে খুব একটা সুবিধা করতে পারছেন না।

সুনামগঞ্জ হাওর ও নদীরক্ষা আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল হক বলেন, পরিস্থিতি ভালো নয়। চোখের সামনে অনেক কৃষকের ধান তলিয়ে যাচ্ছে। কৃষকেরা কাঁদছেন। অনেক কৃষক আধা ভাগিতেও ধান কাটা শ্রমিক পাচ্ছে না। হাওরে কৃষকের অসহায়ত্ব ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। সত্যিকার অর্থে কৃষকের পাশে কেউ নেই।

ফসল রক্ষা বাঁধে পাহারা: অতিবৃষ্টি ও উজানের ঢলে সুনামগঞ্জের হাওর-নদীতে পানি বাড়ছে। হাওরের বিভিন্ন ফসল রক্ষা বাঁধ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন যেকোনো সময়ে ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ভেঙে ফসলহানি হতে পারে। তাই সব বাঁধে পাহারার ব্যবস্থা করার জন্য সব প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) লোকজনকে নির্দেশ দিয়েছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান।

সুনামগঞ্জে হাওরের ফসল রক্ষায় এবার ১৪৫ কোটি টাকা প্রাক্কলন ধরে ৭১০টি প্রকল্পে ৬০২ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার করেছে পাউবো। সংস্থাটির সুনামগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী মামুন হাওলাদার প্রথম আলোকে বলেন, হাওরের ফসলরক্ষা বাঁধগুলো মাটির। এমনিতেই টানা বৃষ্টিতে এসব বাঁধের মাটি দুর্বল হয়ে আছে। উজানের ব্যাপক ঢল নামলে অনেক বাঁধ চাপ সামলাতে পারবে না। তাই সব বাঁধেই তাঁরা নজর রাখছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক

(শেষ পাতার পর)

তরুণ ও দক্ষ জনশক্তির কারণে আইসিটি খাতে বাংলাদেশ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রাক্কালে উন্নত বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ তিন বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে এবং ২০২৯ সালের নভেম্বর মাসে উত্তরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বিনিয়োগ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, জ্বালানি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ ইতিবাচক অবদান রাখলেও সামগ্রিক বিনিয়োগ সম্ভাবনার তুলনায় তা এখনও কম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে (খউও) ওঠানামার প্রবণতা বিনিয়োগকারীদের আস্থা আরও জোরদারের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

প্রযুক্তি স্থানান্তর ও উদ্ভাবনের গুরুত্ব তুলে ধরে আব্দুল মুক্তাদির বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল রূপান্তর এবং আইসিটি খাতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হতে পারে। পাশাপাশি সেবা খাতে-বিশেষ করে আইসিটি, ফিনটেক, ই-কমার্স ও ডিজিটাল সেবায়-সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অ্যামচ্যাম সভাপতি সৈয়দ এরশাদ আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। বক্তারা দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

দেশ জঙ্গিমুক্ত নয়

(শেষ পাতার পর)

জাহেদ উর রহমান বলেন, দেশে জঙ্গি সম্পর্কে দুটি চরম ধারণা রয়েছে, একটি হলো দেশ জঙ্গিতে ভরে গেছে, আরেকটি হলো দেশে কোনো জঙ্গি নেই। সরকার মনে করে দুটোই ভুল। সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশে উগ্রপন্থার প্রবণতা রয়েছে। মাঝে মাঝে তারা সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করে, তবে রাষ্ট্র তা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। তিনি বলেন, অতীতে রাজনৈতিক উদ্দেশে জঙ্গি শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও মানুষকে জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, একটা ছোট ঘটনা আছে, এটা গত সপ্তাহেও বলেছিলাম, আবারও বলছি। সরকার এগুলো নিয়ে ধীরে ধীরে আইনি ব্যবস্থার দিকেও যাবে। গত ব্রিফিংয়ে কর্মসূচিভুক্ত খালের সংখ্যা এক হাজার ২৬০ কিলোমিটার, খননকৃত খালের প্রাপ্ত দৈর্ঘ্য ৫৬১ কিলোমিটার, শতকরা অগ্রগতির হার ৪৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ বলেছিলাম। এটা আমাদের কর্মসূচির খালের প্রায় অর্ধেক। অথচ, একটা ফটোকার্ড তৈরি হলো, আমি নাকি বলেছি সারাদেশের অর্ধেক খাল খনন করা হয়ে গেছে। এটা নামগোত্রহীন কেউ না, পরিচিত জাতীয় দৈনিকের ফটোকার্ড। জাহেদ উর রহমান বলেন, ফ্যাক্ট চেকাররা এটাকে ডিবাঙ্ক (সত্য তথ্য তুলে ধরা) করেছেন। এটা যে ডিসইনফরমেশন সেটা করেছেন। কিন্তু, এগুলো করছি আমরা। একটা কথা খুব জরুরি, উই মাস্ট বি সিরিয়াস অ্যাবাউট দ্যাট, মিসইনফরমেশন এবং ডিসইনফরমেশন। এ সরকার এগুলো টলারেট করবে না, কারও দিক থেকেই করবে না। এটা একজন ব্যক্তি করার আর একটা প্রতিষ্ঠান করার মধ্যে সিরিয়াস পার্থক্য আছে। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা আরও বলেন, একটু ব্যক্তিগত কথা বলেই ফেলি, মানে আমি খুব স্টুপিড মানুষ না। আমার প্রচুর পরিচিত মানুষজনের কাছ থেকেই কার্ড পাঠিয়ে আমার কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে। ইভেন এমন সব কথাবার্তা আসছে সেগুলো সরিয়ে রাখি। যেগুলো ফেক ব্যক্তি করছেন, ফটোকার্ড বানিয়ে বলছেন, আমি নাকি বলছি জনগণের কল্যাণের জন্য জ্বালানির দাম বাড়ানো হয়েছে। আমি এগুলো এভাবে বলিনি। কিন্তু, এই যে কথাটাকে বিকৃত করা হলো, আমাকে অনেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করছেন যে আমি বলেছি কি না। সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, সাংবাদিকতা সাংবাদিকতাই যেন হয়, প্লিজ। উপদেষ্টা বলেন, আমি আগেও একদিন বলেছি, সরকারের সমালোচনা করার অনেক কিছু পাওয়া যাবে। এ দেশ এত বড়, এত জটিলতা। একটু পেছনের কথা বলতে হয়, শেখ হাসিনা এ দেশটাকে এত বাজেভাবে রেখে গেছেন যে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেও আপনি দেখবেন সমালোচনার জায়গা তৈরি হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা আপনি পাচ্ছেন, পাবেন। জেনুইন জিনিসগুলো নিয়ে সমালোচনা করেন, আমি সেটাকে ওয়েলকাম করছি। তিনি বলেন, আমরা এটা নিয়ে শক্ত অবস্থানে যাবো। আমরা অপতথ্য (ডিসইনফরমেশন) দিয়ে করা ফটোকার্ড অ্যালাউ করবো না। আমার মনে হয় মিডিয়ার মানুষ হিসেবে এটা আপনাদের চাওয়া উচিত। এর আগে আমি যথেষ্ট পরিমাণ কমিউনিকেট করার চেষ্টা করছি, এর বেশিকিছু না। আমরা আমাদের মেয়াদের শেষদিন পর্যন্ত মিডিয়াকে ভয় পেতে চাই। তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা বলেন, আর আগেও বলেছি, আমরা আসলে এরকম একটা প্যানেল, লিগ্যাল প্যানেল তৈরি করছি। সব ক্ষেত্রেই যাতে তারা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কাজ করতে পারে। এটা খুব দ্রুতই আপনারা হয়তো জেনে যাবেন। দেশব্যাপী টিকাদান কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগ নিয়ন্ত্রণে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলেও জানান উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান। বলেন, সরকার দ্রুত টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। টিকা কার্যক্রম শেষ হলে এবং নিয়মিতভাবে চালু রাখা গেলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের সমস্যা থাকবে না। গত বছরের তুলনায় সীমান্ত হত্যা প্রায় ৭৫ শতাংশ কমেছে বলে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, বর্তমান সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি ও প্রযুক্তিনির্ভর সীমান্ত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের ফলে গত দুই মাসে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। গত বছরের তুলনায় সীমান্তে সন্ত্রাসী কার্যক্রম দমনে অপরাধী গ্রেপ্তারের হার প্রায় ৭০০ শতাংশ বেড়েছে। সীমান্ত হত্যা প্রায় ৭৫ শতাংশ কমেছে। মাদক ও চোরাই পণ্য জব্দ অভিযানের সফলতা ৪০ শতাংশ বেড়েছে। তিনি বলেন, জাতীয় সম্পদ রক্ষায় বিজিবি প্রায় এক লাখ লিটার জ্বালানি তেল (ডিজেল, অকটেন, পেট্রোল) পাচার রোধে সক্ষম হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৩৫ শতাংশ বেশি সাফল্য। পাশাপাশি মানবপাচার প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইনি প্রয়োগের ফলে এ খাতে ২৫ শতাংশ ইতিবাচক উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে লোডশেডিং প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, ২৬ এপ্রিল সারাদেশে বিদ্যুতের মোট চাহিদা ছিল ১৪ হাজার ৩৫২ মেগাওয়াট, সরবরাহ ছিল ১২ হাজার ৪৮৭ মেগাওয়াট এবং ঘাটতি ছিল এক হাজার ৮৬৫ মেগাওয়াট। ২৬ এপ্রিল সর্বোচ্চ লোডশেডিং হয় ময়মনসিংহ জোনে- তিন ঘণ্টা। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, ২৮ এপ্রিল রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের ফিজিক্যাল স্টার্টআপ (ফুয়েল লোডিং) উদ্বোধন করবেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। এসময় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ উপস্থিত থাকবেন। ফুয়েল লোডিং শেষ হলে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে জাতীয় গ্রিডে ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ হবে। পরে ধাপে ধাপে জানুয়ারিতে পূর্ণ সক্ষমতায় ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় সঞ্চালন লাইনে যুক্ত হবে। দ্বিতীয় ইউনিটের বিদ্যুৎ ২০২৭ সালের শেষের দিকে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে জানিয়ে তিনি বলেন, দুটি ইউনিটের বিদ্যুৎ গ্রিডে যুক্ত হলে মোট চাহিদার ১০ শতাংশ পূরণ হবে। এতে প্রায় দুই কোটি মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাবেন। জ্বালানি তেলের মজুদ নিয়ে ডা. জাহেদুর রহমান বলেন, দেশে এক লাখ ৭০ হাজার ৯৬৪ মেট্রিক টন ডিজেল মজুদ রয়েছে। আরও এক লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল আসবে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে। এছাড়া অন্যান্য জ্বালানি তেলেও পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে।

হিট প্রকল্প দেশের উচ্চশিক্ষায়

(শেষ পাতার পর)

ইউজিসি ভবনে হিট প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে বিশ্বব্যাংকের ৪র্থ সাপোর্ট মিশন সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। দেশের উচ্চশিক্ষায় সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয়সমূহ যুক্ত করে চলতি বছরের জুনের মধ্যে হায়ার এডুকেশন এক্সিলারেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশনের(হিট) উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করতে পরিকল্পনা কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের পারমর্শ দেন ড. মামুন আহমেদ। সভায় বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র এডুকেশন স্পেশালিস্ট ও টাস্ক টিম লিডার টি এম আসাদুজ্জামান, কমিশনের সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সচিব প্রফেসর একেএম মুনিরুল ইসলাম, হিট প্রকল্পের পরিচালক প্রফেসর ড. আসাদুজ্জামান, বিডিরেনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌরিতসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, হিট প্রকল্প দেশের উচ্চশিক্ষার সবচেয়ে বড় উন্নয়ন প্রকল্প। এই প্রকল্প দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভিভাবক প্রতিষ্ঠান- ইউজিসি'র জন্য উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে একটি সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এটি দেশের উচ্চশিক্ষা খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষম ও বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এটি সহায়ক হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। এ সময় তিনি হিট প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি না করে ২০২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সব কাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে সকলকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

বিশ্বব্যাংকের টি এম আসাদুজ্জামান হিট প্রকল্পের অনর্জিত লক্ষ্য অর্জন এবং ছাড়কৃত অর্থ পূর্ণ ব্যবহারে ইউজিসি চেয়ারম্যানের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। এছাড়া, প্রকল্পের কাজে গতি আনার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক স্থাপন, নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি সেল শক্তিশালী করা, ই-বুক ক্রয়সহ হিট প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, আগামী জুন মাসে হিট প্রকল্পের মিডটার্ম রিভিউ নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বব্যাংক ৩য় সাপোর্ট মিশন সভায় হিট প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি 'মাঝারি মানের সন্তোষজনক' বলে ইতিবাচক মূল্যায়ন করেছে। হেকেপ প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ইউজিসি এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

জলবায়ু অভিবাসীদের উন্নয়ন

(শেষ পাতার পর)

তথ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি রাজনৈতিক দুর্যোগও অভিবাসনের একটি বড় কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, 'বর্তমান সরকার সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। আমরা জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি নির্বাচিত সরকার গঠন করেছি। জনমানুষের প্রতিটি সমস্যা সমাধানে আমাদের সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।' বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ আমাদের সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করতে হবে। বিজ্ঞান এখনও পৃথিবীর বাইরে মানুষের বাসযোগ্য কোনো গ্রহ আবিষ্কার করতে পারেনি। তাই আমাদের এই গ্রহকে রক্ষা করতে হবে এবং বাসযোগ্য করেই রাখতে হবে।' এসময় অভিবাসীদের দুর্দশা নিরসনে গবেষক ও সুশীল সমাজকে সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আরএমএমআরইউ-এর নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দিকী। কর্মশালায় গবেষণার যুক্তি উপস্থাপন করেন বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের আঞ্চলিক কর্মসূচি ব্যবস্থাপক নাজিয়া হায়দার।

গবেষণা তথ্য তুলে ধরে ড. সিদ্দিকী বলেন, 'মাইগ্রেশন মানেই শুধু ঢাকা নয়। আমাদের নীতিনির্ধারকদের বুঝতে হবে যে, এটি সঠিক সময়ে সঠিক পলিসি গ্রহণের বিষয়। খুলনা বা অন্যান্য অঞ্চলের শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মানুষ বাধ্য হয়ে ঢাকায় আসছে। যদি বিভাগীয় শহর বা জেলা পর্যায়ে ইন্ডাস্ট্রি ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং রিজনাল গ্রোথ সেন্টার তৈরি করা যায়, তবে মানুষ নিজের এলাকাতেই তাদের আয় বাড়াতে পারবে।'

তিনি আরও বলেন, 'অভিবাসীরা কেবল অর্থনৈতিক কারণেই আসে না, বরং অনেকে রাজনৈতিক হয়রানি থেকে বাঁচতেও শহরমুখী হন।'

জলবায়ু অভিবাসীদের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বাধীন সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

এছাড়া অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের গবেষণা উপদেষ্টা ড. ফ্রাঙ্ক ভলমার দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতির মানবিক মূল্য নিয়ে একটি উপস্থাপনা পেশ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি এবং অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের অভিবাসন ও সুরক্ষা বিষয়ক আঞ্চলিক উপদেষ্টা লিসা-তানিতা গ্রেমিঙ্গার বক্তব্য দেন। আরএমএমআরইউ-এর সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওবায়দুল হকের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন বিআইডিএস-এর মহাপরিচালক ড. এ কে এনামুল হক, বিশিষ্ট স্থপতি ইকবাল হাবিব, ক্যারিতাস-এর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রধান আলেকজান্ডার ত্রিপুরা এবং গ্লোবাল ইনসাইটস ম্যানেজার ড. থান্নালেচিমি হাউসেট।

কর্মশালায় যশোর ও সাতক্ষীরা অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, বাস্তুচ্যুতির মানবিক মূল্য এবং অভিবাসীদের জন্য স্বল্পমূল্যের আবাসন নিশ্চিতে নাগরিক সমাজ ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সাংবাদিক দম্পতি রুপা-

(শেষ পাতার পর)

তাহেরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে জামিনের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আশিকুজ্জামান নজরুল ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আলামিন। এর আগে, গত ২১ এপ্রিল হত্যাসহ সাত মামলায় সাংবাদিক দম্পতি শাকিল আহমেদ ও ফারজানা রুপার জামিন আবেদনের ওপর শুনানি শেষ হয়। একইসঙ্গে আদেশের জন্য গতকাল মঙ্গলবার দিন ধার্য করা হয়। ২০২৪ সালের ৩১ আগস্ট রাজধানীর আদাবর থানার গার্মেন্টস কর্মী রুবেল হত্যা মামলায় সাংবাদিক দম্পতিকে কারাগারে পাঠান আদালত। একই বছরের ২১ আগস্ট হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে শাকিল আহমেদ ও ফারজানা রুপাকে আটক করা হয়। পরদিন ২২ আগস্ট উত্তরা পূর্ব থানার ফজলুল করিম হত্যা মামলায় তাদের চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। পরে গত ২৬ আগস্ট রুবেল হত্যা মামলায় তাদের আরও পাঁচদিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়।

ভূগর্ভস্থ নয়, এখনই ভূপৃষ্ঠের

(শেষ পাতার পর)

সচিব মো. শহীদুল হাসান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. আবদুল আউয়াল, ইউনিসেফের প্রতিনিধি স্ট্যানলে ওয়াভিয়া, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি আহমেদ জামসেদ মোহামেদ।

সভাপতির বক্তব্যে সচিব বলেন, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। তিনি এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধ